জীবননগরে গৃহবধুকে হত্যা,বিচারের দাবীতে মানববন্ধন

জীবননগরে যৌতুকের টাকা না পেয়ে রিফাত জাহান চাদনী (২০) নামের এক গৃহবধুকে পিটিয়ে ও শ্বাসরুদ্ধ করে হত্যার প্রতিবাদে বিক্ষোভ ও মানববন্ধন করেছে ভুক্তভোগী পরিবার ও এলাকাবাসী। এছাড়া হত্যার সাথে জড়িদের ফাসির দাবী জানান তারা।

আজ বৃহস্পতিবার বিকাল সাড়ে ৪টার দিকে নিহত রিফাত জাহান চাদনীর নিজ এলাকা জীবননগর উপজেলার রায়পুর ইউনিয়নের মারুফদাহ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে ভুক্তভোগী পরিবার এলাকাবাসী, শিক্ষার্থী ও ব্যবসায়ীদের অংশগ্রহণে এ মানববন্ধন ও বিক্ষোভ মিছিল করা হয়।

এসময় এলাকাবাসী ও পরিবারের লোকজন জানান, দেড় বছর আগে পাশ্ববর্তী মহেশপুরের উপজেলার গুড়দাহ গ্রামের মশিউর রহমানের সাথে পারিবারিক ভাবে বিয়ে হয়। বিয়ের কয়েকমাস পর থেকে ব্যবসার কথা বলে ২ লাখ টাকা যৌতুক দাবী করে নিহত চাদনীর স্বামী ও শুশুর বাড়ির লোকজন। তাদের দাবী অনুযায়ী ২ লাখ টাকা, একটি পালসার মটরসাইকেল ও একটি গরু মশিউর রহমানের হাতে তুলে দেয় চাদনীর পরিবার। এছাড়া বিভিন্ন সময় যৌতুকের জন্য চাদনীকে চাপ দিয়ে মারধর করতো স্বামী ও শুশুর বাড়ির লোকজন। গত কয়েকদিন ধরে পুনরায় ওই গৃহবধুর কাছ থেকে কয়েক লক্ষ টাকা যৌতুক দাবি করেন তার স্বামী যৌতুক লোভী মশিউর রহমান ।
এমতাবস্থায় ওই গৃহবধু বাবার বাড়ি থেকে যৌতুকের টাকা আনতে অস্বীকার করায় ডিসেম্বর মাসের ১১তারিখে সন্ধার সময় ওই গৃহবধুকে পিটিয়ে হত্যা করে উলঙ্গ অবস্থায় মৃতদেহ ঘরের মধ্যে ফেলে রেখে পালিয়ে যায় স্বামী মশিউর রহমান।চাদনী হত্যাকারী স্বামী মশিউর রহমান ও তার পরিবারের লোকজনকে সর্বোচ্চ শাস্তি দেওয়ার দাবী জানান স্থানীয় গ্রামবাসী।

নিহত চাদনীর ভাই হাসান আলী অভিযোগ করে বলেন,মশিউর আমাদের নিকট থেকে অনেক টাকা নিয়েছে ।আমাদের একটা মাত্র বোন ।বোনের সুখের জন্য আমরা মশিউরকে একটি পালসার মটরসাইকেল কিনে দিয়েছি।সে আমার বোনকে অনেক কষ্ঠ দিয়ে হত্যা করেছে ,তার পায়ের তলায় কারেন্টের সট

দিয়েছে এমন কি তার শরীরে কোন কাপড় চোপড় ছিল না।আমরা এর সঠিক তদন্ত চাই এবং এর সঠিক বিচার চাই ।

মানববন্ধনে আরও উপস্থিত ছিলেন, নিহত চাদনীর ভাই হাসান আলী ,রায়পুর ইউপি সদস্য আযাদ রহমান সারত,রায়পুর ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সাধারন সম্পাদক সাইদুর রহমান,ওয়াড আওয়ামীলীগের সভাপতি ইসমাইল বিশ্বাস,আঃ রশিদ,তারেক হোসেন,হাসান আলী,রুবেল হোসেন,সুমন হোসেন প্রমুখ।

বিশ্ব মানবাধিকার দিবসে চুয়াডাঙ্গা বিএনপির মানববন্ধন

বিশ্ব মানবাধিকার দিবস উপলক্ষে চুয়াডাঙ্গায় জেলা বিএনপি মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করেছে। মানববন্ধন কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন বিএনপিসহ সহযোগি সংগঠনের নেতা কর্মীরা।

আজ রোববার বেলা সাড়ে ১১টা থেকে চুয়াডাঙ্গা প্রেসক্লাবের সামনে জেলা বিএনপির আয়োজনে এ কর্মসূচি পালিত হয়।

চুয়াডাঙ্গা প্রেসক্লাবের সামনে প্রায় ঘন্টা ব্যাপি জেলা বিএনপি মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করে। মানববন্ধনে প্রধান অতিথি এ্যাডভোকেট মানি খন্দকার বলেন, দেশে ভোট, ভাতের, কথা বলার অধিকার নেই। গত ১৫ বছরে বহু নেতা কর্মীদের গ্রেফতার করা হয়েছে। তাদের খুন গুম করা হয়েছে। তাদের পরিবার রাজপথে কান্নাকাটি ও বিচার চেয়েও কোন কিছু হয়নি। মানবাধিকার কর্মীদের গ্রেফতার করা হয়েছে। আমরা দেশে গণতন্ত্র চায়।

জেলা মহিলা দলের সভানেত্রী ও জেলা বিএনপির আহবায়ক কমিটির সদস্য রউফুন নাহার রিনা সভাপতির বক্তব্যে বলেন, পুলিশ আমাদের মহিলা নেত্রীসহ অনেক নেতাকর্মী সরিয়ে দিয়েছে। তারা গালাগালি করেছে। আর আমাদের ১০ মিনিটের মধ্যে প্রোগ্রাম শেষ করতে বলেছে। আমরা কোন দেশে আছি, দেশে কোনো আইনের শাসন নেই, গণতন্ত্র নেই।

মানববন্ধন কর্মসূচিতে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিতি ছিলেন জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ফোরামের সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক এ্যাডভোকেট জিল্লুর রহমান, কেন্দ্রীয় জাতীয়তাবাদী মৎস্যজীবী দলের সদস্য আবু বক্কর সিদ্দীক, জেলা মহিলা দলের সাধারণ সম্পাদক জাহানারা বেগম, সাংগঠনিক সম্পাদক নাসরিন আক্তার, সাহিত্য বিষয়ক সম্পাদক শিরিন জামান, জেলা মহিলা দলের দপ্তর সম্পাদক ও আলমডাঙ্গা উপজেলা মহিলা দলের বর্ণি আক্তার, জীবননগর উপজেলা মহিলা দলের সভাপতি পেয়ারা বেগম, সাধারণ সম্পাদক এ্যাডভোকেট রেবেকা সুলতানা প্রমুখ।

পরে জেলা যুব মহিলা লীগের সভাপতি আফরোজা পারভিন কয়েক জন নেতা কর্মীকে সাথে নিয়ে মানববন্ধন স্থলে আসেন। তিনি বলেন, চুয়াডাঙ্গায় কোন হরতাল, মানববন্ধন, অবরোধসহ অন্য কোন কিছু করতে দেবনা। যে দলের কোন অস্তিত্ব নেই সেই দল কোন কর্মসূচি পালন করতে পারবেনা, আমরা প্রতিহত করবো।

মেহেরপুরে জেলা মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের উঠান বৈঠক

নারীর ক্ষমতায়ন ও জীবনযাত্রার মনোনয়নে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের সুবিধাভোগী মহিলাদের সমন্বয়ে মেহেরপুরে উঠান বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে।

“শেখ হাসিনার বারতা নারী-পুরুষ সমতা প্রতিপাদ্যে” বুধবার (৬ ডিসেম্বর) বেলা ১১ টার দিকে মেহেরপুর সদর উপজেলার বামন পাড়ায় সিডিপি কার্যালয়ে এ উঠান বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

মেহেরপুর জেলা মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের আয়োজিত উঠান বৈঠককে জেলা মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের উপপরিচালক নীলা হাফিয়া,সিডিপি
সমন্বয়কারী জন প্রবঞ্জন বিশ্বাস,রজনী মহিলা কল্যাণ সংস্থার সভানেত্রী রোজিনা খাতুন,পূর্ণভবা মহিলা কল্যাণ সমিতির সাধারন সম্পাদিকা
জান্নাতুল আরা লিনা,নারী ও শিশু উন্নয়ন সংস্থার সভানেত্রী সুফিয়া আক্তার জামিলা বক্তব্য রাখেন।

ট্রেড প্রশিক্ষক মীর দানীয়েল হোসেনের সঞ্চালনায় এসময় বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সমিতির সভানেত্রীবৃন্দ,উপকারভোগী ও প্রশিক্ষনার্থীরা উপস্থিত ছিলেন।

পরে “নারীর জন্য বিনিয়োগ,সহিংসতা প্রতিরোধ” এই প্রতিবাদে আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন প্রতিরোধ পক্ষ ২০২৩ উপলক্ষে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়।

ড্রাইভিং লাইসেন্সে জন্মতারিখ সংশোধনের দাবীতে চুয়াডাঙ্গায় চালকদের মানববন্ধন

পেশাদার গাড়ি চালকদের ড্রাইভিং লাইসেন্সে ভুল হওয়া জন্মতারিখ সংশোধন ও স্মার্টকার্ড প্রাপ্তিতে সিথিলতা প্রদানের দাবীতে চুয়াডাঙ্গায় মানববন্ধন করেছেন পেশাদার গাড়ি চালকরা। আজ শনিবার (২৫ নভেম্বর) সকাল ১০টায় শহরের শহীদ হাসান চত্বরে চুয়াডাঙ্গা, কুষ্টিয়া, ঝিনাইদহ, মেহেরপুর ও মাগুরা জেলার শতাধিক ভুক্তভোগী গাড়িচালক এ মানববন্ধন কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করে।

মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, কয়েক বছর ধরে স্থানীয় বিআরটিএ কার্যালয়ে ড্রাইভিং লাইসেন্স নবায়নের আবেদন ফাইল পড়ে আছে। এসব আবেদনপত্রের কোন সুরাহা হচ্ছে না। ইতিমধ্যে জাতীয় পরিচয়পত্র অনুযায়ী জন্ম তারিখ সংশোধনের দাবী তুলে গত তিনমাসে আরো দু’বার মানববন্ধন করা হয়। একজন পেশাদার চালক ৪/৫ বার নবায়ন করে স্মার্ট কার্ড পাওয়ার পরও বর্তমানে জন্ম তারিখ ভুলের কারণে ড্রাইভিং লাইসেন্স এর নবায়ন করতে পারছেন না। ৪৭৭ নং স্মারকে ২০০১ সালে জন্ম তারিখ সংশোধনের জন্য একটি প্রজ্ঞাপন হয়েছিল। ওই প্রজ্ঞাপনের পর জানামতে ২০১৬ সালে জন্ম তারিখ সংশোধনের জন্য আরো একটি প্রজ্ঞাপন জারি হয়। বর্তমান প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী ভলিউমে সঠিক তথ্য থাকা চালকদের জন্ম তারিখ সংশোধন পূর্বক নবায়নের সুযোগ এবং নন-স্মার্ট কার্ড ড্রাইভিং লাইসেন্স-এ সিথিলতা করে দ্রুত স্মার্ট কার্ড ড্রাইভিং লাইসেন্স প্রদান করার ব্যবস্থা করা

একান্ত প্রয়োজন। এই প্রজ্ঞাপনের আওতায় যেসব ভলিউমে জন্ম তারিখ সংশোধন করা হয়েছে এ সকল নবায়নের লাইসেন্সগুলো পূর্বের প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী দ্রুত নবায়নের সুযোগ দিয়ে স্মার্ট কার্ড প্রদান করতে হবে। পূর্বে ২০ বছরের উর্দ্ধে পেশাদার ডাইভিং লাইসেন্স দেয়া হতো। বর্তমানে ২০২১ সালের দিকে এক প্রজ্ঞাপনে ২১ বছরের উর্দ্ধে পেশাদার ডাইভিং লাইসেন্স দেয়ার জন্য বলা হয়েছে। পূর্বে যারা ২০ বছর বয়সের উর্দ্ধে লাইসেন্স পেয়েছেন তারা বর্তমানে নবায়ন করতে এসে ২০২১ সালের প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী ২১ বছরের সীমায় অর্থাৎ দেড় বছরের বয়স সীমায় আটকে যাচ্ছন।

তারা আরো বলেন, অনেক চালকের শ্রেণি সংযোজন, শ্রেণি পরিবর্তন, নথিভুক্ত কার্যক্রম এর কয়েক বৎসরের মধ্যে এখনও পর্যন্ত জটিলতা নিরসন হয়নি। অনেক চালকের ফিঙ্গারপ্রিন্ট নেওয়ার পরও জন্ম তারিখের জটিলতার কারণে তারা লাইসেন্স পাচ্ছেন না। প্রধানমন্ত্রীর সুদৃষ্টি কামনা করেছেন। তাদের জীবন যাতে বিপন্ন না হয় সেই বিষয়টি প্রধানমন্ত্রী দেখবেন বলে আন্দোলনকারী চালকদের বিশ্বাস। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে আবেদন, পেশাগত দিক বিবেচনা এবং চালকদের পরিবার-পরিজনের মুখের দিকে তাকিয়ে মানবতা ও সহানুতির সাথে বিষয়টি বিবেচনা করা উচিত।

এসময় মানববন্ধনে শ্রমিক নেতাদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন চুয়াডাঙ্গা বাস মিনিবাস মাইক্রোকার কমিটির সাধারণ সম্পাদক রিপন মন্ডল, আন্তজেলা ট্রাক ট্যাংকলরী শ্রমিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক মামুন অর রশিদ মামুন,শ্রমিক নেতা সিরাজুল ইসলাম, মিল্টু জোয়র্দ্দার প্রমুখ।

মানববন্ধনে উপস্থিত ছিলেন, চুয়াডাঙ্গা জেলা ট্রাক ট্যাংকলরী ট্র্যাক্টর কার্ভাড ভ্যান দাহ্য পদার্থ বহনকারি ব্যাতিত শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি সিরাজুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক আরিফুল ইসলাম, যুগ্ন সাধারণ সম্পাদক আব্দুস সামাদ রফিক, প্রচার প্রকাশনা সম্পাদক আজগার উদ্দিন মুন্না, প্রমুখ। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন জেলার বাস মিসিবাসের চালকবৃন্দরা।

মেহেরপুরে মুক্তিযোদ্ধাদের অপর অংশের মানববন্ধন

অনলাইনে মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকাভুক্ত নিয়ে মিথ্যাচার এবং ষড়যন্ত্রের প্রতিবাদে মেহেরপুরে মুক্তিযোদ্ধাদের অপর অংশ মানববন্ধন করেছে।
শনিবার সকাল সাড়ে দশটার দিকে জেলা মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্সের সামনে এ মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়।

মেহেরপুর জেলা মুক্তিযোদ্ধা যাচাই-বাছাই কমিটি আয়োজিত মানববন্ধনে মুক্তিযোদ্ধারা ক্ষোভ প্রকাশ করে বক্তব্য রাখেন।

বীর মুক্তিযোদ্ধা ইদ্রিস আলী বলেন, ক্যাপটেন মালেক বিএনপি ভুক্ত লোক, তার সাথে আছে জিল্লুর সে জামায়াতের লিডার, পিরোজপুরের চাঁদ আলী জামায়াতের লিডার তাদের একত্রিত করে কিছু সাধারণ মুক্তিযোদ্ধা ও ভুয়া মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে আমাদের নিঃস্ব করার জন্য গোপনে তারা মিটিং করেছে। সেই মিটিংয়ের আমরা প্রতিবাদ জানাচ্ছি। মালেক মিয়া ভোট করবে, জিততে হবে তাকে আগামী ইলেকশনে সেই জন্য সে পায়তারা করছে। কেননা আওয়ামী লীগ তাকে জিততে দেবে না। তাই তাকে প্রতিহত করার জন্য আমরা মানববন্ধন করছি।

বীর মুক্তিযোদ্ধা শহীদ সাদিক হোসেন বাবুল বলেন, বিভ্রান্ত সৃষ্টি করে মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে অন্তরকলহ করার চেষ্টা করছে। আমরা বঙ্গবন্ধু সৈনিক ছিলাম এখন আমরা শেখ হাসিনার সৈনিক। আমাদের বিরুদ্ধে যে সকল কার্যক্রম দুষ্ট ও অসৎ লোকে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে তিন-চার জন লোক মাত্র কটুক্তি করে খারাপ কথা বলে সরকারের বিরুদ্ধে, আমাদের জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রীর বিরুদ্ধে আমি তাদের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি।

মুক্তিযোদ্ধা ইদ্রিস আলীর নেতৃত্বে বীর মুক্তিযোদ্ধা হুমায়ুন কবির আরজু, আব্দুল জলিল, আব্দুল রশিদ, আব্দুল মালেক, মোহাম্মদ মকলেসুর রহমান ফিরোজ, মোঃ সামসুল হক প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

ঝিনাইদহে নবগঙ্গা নদীর বাঁধ অপসারণের দাবিতে মানববন্ধন

ঝিনাইদহের নবগঙ্গা নদী দখলমুক্ত করার দাবিতে মানববন্ধন কর্মসূচি পালিত হয়েছে। মঙ্গলবার সকালে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে এ কর্মসূচির আয়োজন করে সদর উপজেলার জাড়গ্রামসহ ৫ টি গ্রামের মৎস্যজীবি ও বাসিন্দারা।

কর্মসূচিতে ব্যানার ফেস্টুন নিয়ে এলাকাবাসী, মৎস্যজীবীসহ নানা শ্রেণী-পেশার মানুষ অংশ নেয়। সেসময় স্থানীয় মৎস্যজীবি বিমল কুমার, মহন্তলাল, জয়গোপাল, পরিতোষ কুমার, কৃষক ওসমান গণি, আমিরুল ইসলাম, গোলাম মওলা, ট্যাংরা বিশ্বাস, গোলাম মোস্তফা, কামরুল ইসলাম, আবুল কালাম, সবুর হোসেনসহ অন্যান্যরা বক্তব্য রাখেন।

বক্তারা বলেন, সদর উপজেলার জাড়গ্রাম, হামিরহাটি, চাঁদপুর, হাকিমপুর ও রাউতাইল গ্রামের পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া নবগঙ্গা নদীর ৮ টি স্থানে বাঁধ দিয়ে মাছ চাষ করছে পার্শবর্তী হরিণাকুন্ডু উপজেলার প্রভাবশালী ফজলু মালিথা, রবিউল ইসলামসহ দখলদাররা। স্থানীয় কৃষকরা নদীতে গেলে তাদের মারধর করা হয়। এমনকি নদীর পানিও ব্যবহার করতে দেয়া হয় না। তাই দ্রুত বাঁধ অপসারণ করার দাবি তাদের। পরে জেলা প্রশাসকের কাছে তাদের দাবি সম্বলিত একটি স্মারকলিপি পেশ করেন তারা।

ফিলিস্তিনে গনহত্যার প্রতিবাদে গাংনীতে মানববন্ধন

ফিলিস্তিনি মুসলিমদের উপর বর্বরোচিত হামলা ও গনহত্যার প্রতিবাদে মেহেরপুরের গাংনীতে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে। শুক্রবার জুম্মার নামাজের পর মেহেরপুর-কুষ্টিয়া সড়কের গাংনী উপজেলা শহরের বাসস্ট্যান্ড চত্বর এলাকায় শহরের বিভিন্ন মসজিদের মুসুল্লী ও ধর্মপ্রাণ মুসলিমদের অংশগ্রহনে এ মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়।
গাংনী উপজেলা ইমাম সমিতির সভাপতি ও গাংনী দারুস সালাম জামে মসজিদের ইমাম হাফিজ মাওলানা রুহুল আমিন এর সভাপতিত্বে এ মানববন্ধনে বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর-০২ (গাংনী) আসনের সংসদ সদস্য মোহাম্মদ সাহিদুজ্জামান খোকন,গাংনী উপজেলা চেয়ারম্যান এম এ খালেক, পৌর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আনারুল ইসলাম বাবু, পৌর যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক রাহিবুল ইসলাম,গাংনী দারুস সুন্নাত জামে মসজিদ কমিটির সভাপতি মোহাম্মদ মহাসেন হাজী,মেহেরপুর জেলা ছাত্রলীগের সাবেক সহ-সভাপতি ছাত্রনেতা শাহিদুজ্জামান শিপু,পৌর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মকবুল হোসেন মেঘলা প্রমূখ।
মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, সারা বিশ্বের মুসলমানদের উপর একের পর এক হামলা করা হচ্ছে। মুসলিম সম্প্রদায়কে ঐক্যবদ্ধভাবে প্রতিবাদ সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সভায় শিশু কিশোর থেকে শুরু করে নানা বয়সী মুসলিম জনতা অংশগ্রহন করে ইসরাইলি আগ্রাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও ইসরাইলি পণ্য বর্জনের ঘোষণা দেন বক্তারা। শেষে মুসলিম উম্মার জন্য বিশেষ মোনাজাত করা হয়।

পূজা উদযাপন কমিটির সদস্য সচিবের বিরুদ্ধে মানববন্ধন

প্রতিবাদ সমাবেশ ও মানববন্ধন

সাহার বাটি দাসপাড়া কালী মন্দিরের সভাপতি গণেশ দাস, মটমুড়া কালী মন্দিরের সভাপতি সুনীল চন্দ্র হালদার, কেন্দ্রীয় রাম মন্দিরের সভাপতি ধীরেন দাস, রায়পুর দাসপাড়া কালী মন্দিরের সভাপতি সুশান্ত চন্দ্র গোসাই প্রমুখ।

এ বিষয়ে মেহেরপুর জেলা পূজা উদযাপন আহবায়ক কমিটির সদস্য সচিব এবং গাংনী উপজেলা পূজা উদযাপন কমিটির সভাপতি অশোক চন্দ্র বিশ্বাস মেহেরপুর প্রতিদিনকে বলেন, ‘ মন্দিরগুলোতে জেলা প্রশাসকের অফিস থেকে সরাসরি বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। এরপর দলিত শ্রেণীর আবেদনের প্রেক্ষিতে নির্দিষ্ট ২০ টি মন্দিরে জেলা প্রশাসকের দেওয়া অনুদান তালিকা অনুযায়ী মন্দির কর্তৃপক্ষ নিজেরাই উত্তোলন করেছেন।’

অশোক চন্দ্র বিশ্বাস আরো বলেন, ‘সুশান্ত কুমার পাত্র ও ধীরেন দাস সহ কয়েকজন জোটবদ্ধ হয়ে বিলুপ্ত হওয়া আগের কমিটির নেতাদের ইন্ধনে আমার নামে অপপ্রচার চালাচ্ছে। অপপ্রচারকারীরা আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে তাদের কৃতকর্মের জন্য প্রকাশ্যে ক্ষমা প্রার্থনা না করলে, আমি তাদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেব।’

শিক্ষককে ছাত্রের চড়, প্রতিবাদে কুষ্টিয়ায় মানববন্ধন

চুয়াডাঙ্গার ভিক্টোরিয়া জুবিলি সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের পরীক্ষা কক্ষে শিক্ষক লাঞ্ছনার ঘটনার প্রতিবাদে মানববন্ধন ও বিক্ষোভ করেছে কুষ্টিয়া সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা।

আজ মঙ্গলবার (১০ অক্টোবর) দুপুরে কুষ্টিয়া শহরের এনএস রোডে এ কর্মসূচি পালন করা হয়। এ সময় শিক্ষার্থীরা অভিযুক্ত ছাত্রের শাস্তি দাবি করে স্লোগান দেয়। মানববন্ধন কর্মসূচীতে বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ও বিভিন্ন শিক্ষকরা অংশগ্রহণ করেন।

কুষ্টিয়া সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রুহুল আমিন বলেন, শিক্ষককে মারধর খুবই ন্যক্কারজনক ঘটনা। আমরা শিক্ষক। অথচ আমাদের এক সহকর্মী শিক্ষক লাঞ্ছনার ঘটনায় তারা সমবেদনা

জানাতে আজকের এই মানববন্ধন কর্মসূচী। আমরা এই ঘটনার তীব্র ঘৃণা ও সুষ্ঠু তদন্ত পূর্বক শিক্ষার্থীর শাস্তির দাবি কামনা করি।

আরেক শিক্ষক নীলিমা বিশ্বাস বলেন, সারা দেশে একটি সিসিটিভি ফুটেজ ছড়িয়ে পড়েছে। সেখানে এক ছাত্র তার শিক্ষককে মারধর করেছে। ছাত্র শিক্ষকের গায়ে হাত দেওয়ার সাহস কোথায় পাচ্ছে? এই শিক্ষক এখন কি ভাবে সমাজে মুখ দেখাবে? এই ঘটনার বিচার দাবি করেন তিনি।

মানববন্ধন কর্মসূচীতে জানানো হয়, শিক্ষকরা মানুষ গড়ার কারিগর কিন্তু সেটার ফল যদি এমন হয় তাহলে মেধাবীরা এই পেশায় আসবে না। সেই জায়গা থেকে তারা শিক্ষক সমাজ তাদের সুরক্ষার দাবিও জানান।

প্রসঙ্গত, গত রোববার এসএসসি টেস্ট পরীক্ষা চলছিল। পরীক্ষা চলাকালে চুয়াডাঙ্গার ভিক্টোরিয়া জুবিলি সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের পরীক্ষা কক্ষে দশম শ্রেণির এক ছাত্র অসদুপায় অবলম্বনের চেষ্টা করলে কর্তব্যরত শিক্ষক তাকে হাতেনাতে ধরে ফেলেন। এ সময় শিক্ষকের সঙ্গে বাকবিতণ্ডায় জড়ান ওই ছাত্র। একপর্যায়ে শিক্ষককে চড় দিয়ে সে পালিয়ে যায়।

চুয়াডাঙ্গায় শিক্ষককে চর থাপ্পর ও লাঞ্চিতর ঘটনায় দামুড়হুদায় মানববন্ধন

চুয়াডাঙ্গা ভিক্টোরিয়া জুবিলী সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের ১০ম শ্রেণীর ছাত্রের হাতে শিক্ষক লাঞ্চিতের প্রতিবাদে মানববন্ধন করেছে দামুড়হুদা উপজেলা শিক্ষক সমিতি।

আজ মঙ্গলবার সকাল ১০টার দিকে দামুড়হুদা উপজেলা সদরের পাইলট গার্লস স্কুল এন্ড কলেজের সম্মুখে এই মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করা হয়।

দামুড়হুদা উপজেলা শিক্ষক সমিতির সভাপতি নতিপোতা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোমিনুল হকের সভাপতিত্বে মানববন্ধনে

অভিযুক্ত শিক্ষার্থী সাইফুল আমীন শীর্ষ’র দৃষ্টান্ত মূলক শাস্তির দাবী জানিয়ে মানববন্ধনে বক্তব্য রাখেন, দামুড়হুদা পাইলট গার্লস স্কুল এন্ড কলেজের সহকারী প্রধান শিক্ষক মো মিরাজুল ইসলাম, দামুড়হুদা সরকারি পাইলট হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক মো নজরল ইসলাম, মোক্তারপুর নিম্ন মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো বখতিয়ার রহমান, জুড়ানপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো একরামুল হক, বিষ্ণুপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো সহিদুল ইসলাম, গোবিন্দহুদা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো নজরল ইসলাম,কলাবাড়ি রামনগর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো মোস্তাফিজুর রহমান।

এসময় উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা গার্লস স্কুল এন্ড কলেজের সহকারী শিক্ষক আবু বক্কর, আবুল কালাম, আঃরাজ্জাক সহ উপজেলার সকল মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ, ম্যনেজিং কমিটির সদস্যবৃন্দ ও দামুড়হুদা সরকারি পাইলট হাই স্কুল ও দামুড়হুদা গার্লস স্কুল এন্ড কলেজের শিক্ষার্থীবৃন্দ প্রমুখ।

উল্লেখ্য, গত রোববার চুয়াডাঙ্গা ভিক্টোরিয়া জুবিলী সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের ১০ম শ্রেণীর ছাত্র সাইফুল আমীন শীর্ষ সহকারী শিক্ষক মো হাফিজুর রহমান কে চর থাপ্পর ও শারীরিক ভাবে লাঞ্চিত করে।